বঙ্গবন্ধু
ও
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশ এক ও অবিচ্ছেদ্য । আজকের বাংলাদেশের একটু একটু করে এগিয়ে চলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা জড়িয়ে আছে এও এক ধ্রুব সত্য । বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান নামক একটি প্রদেশ ছিল । তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিটি ক্ষেত্রের সকল স্তরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল স্পষ্ট, যা ছিল বাঙ্গালিদের জন্য বেদনাদায়ক এবং চরম অমর্যাদাকর । পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, বঞ্চনা এবং সর্বক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর বৈষম্যে বাঙালিরা যখন দিশেহারা তখন বাঙালির মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে আবির্ভূত হন আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান । ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন । বাঙালিরা তাঁর নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে ১৯৭১ সালে তাঁরই নির্দেশে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করে । বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাঙালিদের জাতীয় জীবনে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অর্জন । যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত করা ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় । প্রশাসনিক ও অন্যান্য সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি রাষ্ট্রের যে সকল প্রতিষ্ঠান এবং বিধি-বিধান প্রয়োজন হয় তার প্রতিটিই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বল্পতম সময়ে প্রতিষ্ঠা এবং প্রণয়ন করা হয় । সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ পরিচালনার জন্য সকল সরকারি চাকরিতে জনবল নিয়োগ ছিল অপরিহার্য । বাংলাদেশের সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের জন্য বঙ্গবন্ধু অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা

স্বাধীনতার পরপরই একটি জাতির উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা ও জনসেবাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ) জারির মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রণয়নের পূর্বেই সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন ।

সরকারী কর্ম কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা প্রদান

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭-১৪০ ন. অনুচ্ছেদে সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ, পদের মেয়াদ ও কমিশনের দায়িত্ব সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ সংবিধানে সন্নিবেশ করে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় । ফলশ্রুতিতে সরকারী কর্ম কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে ।

প্রথম ও দ্বিতীয় সরকারী কর্ম কমিশন গঠন

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৩৪ ন. আদেশমূলে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস (প্রথম) কমিশন এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস (দ্বিতীয়) কমিশন গঠন করা হয় । ১৯৭২ সালের মে মাসে উভয় কমিশন কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালের ২২ ডিসেম্বর উভয় কমিশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয় ।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের পর সিভিল অফিসার নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস (প্রথম) কমিশন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ৫০ জন লইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ইতিহাসের প্রথম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ১২ জুন ১৯৭২ তারিখে প্রকাশ করে, যা ১৫ জুন ১৯৭২ তারিখে 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন জনমানুষের নেতা । তাঁর মূল আশঙ্কাই ছিল বাঙালির জন্য সুখি সমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশ, যাতে বাঙালিরা সুখে শান্তিতে থাকবে তাই তাঁর ভাষণে সরকারি কর্মচারীদের প্রতি ছিল তাঁর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা :

“আপনি চাকরি করেন, আপনার মায়না দেয় ঐ গরীব কৃষক, আপনার মায়না দেয় ঐ জমির শ্রমিক, আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলেন । ওরাই মালিক”

“সরকারী কর্মচারীকে বলবো, মনে রেখো এ স্বাধীন দেশ, এ ব্রিটিশ কলোনী নয়, পাকিস্তানি কলোনী নয় । যে লোককে দেখবা তার চেহারাটা তোমার বাবার মতো, ভাইয়ের মতো ।”

জাতির পিতার এই ভালবাসা ও পরম মমতার আঁচল গোটা বাঙালি জাতিকে আজও ঘিরে রেখেছে। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের প্রত্যয় নিয়ে প্রজাতন্ত্রের জন্যে নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক যোগ্য কর্মীবাহিনী নির্বাচনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সব সময় তার দায়িত্ব পালনে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ।

মোঃ সোহরাব হোসাইন
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন